



12558 - জনকৈ খ্রিস্টিান শূকররে গশত হারাম হওয়ার কারণ জানতে চান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম কেনে? অথচ শূকর আল্লাহরই একটি সৃষ্টি। হারামই যদি হয় তাহলে আল্লাহ শূকরকে সৃষ্টি করলেন কেনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

আমাদের মহান প্রতাপালক শূকর খাওয়া অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বলুন, আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে লোকের যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না; মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরকে গশত ছাড়া। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৪৫]

আমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত হচ্ছে এবং তাঁর পক্ষ থেকে সহজায়ন হচ্ছে — তিনি আমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ খাওয়া বন্ধ করছেন এবং শুধুমাত্র অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করছেন। তিনি বলেন: “তিনি তাদের জন্য পবিত্রবস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন”[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৭]

শূকর নাপাক ও নকিষ্ট প্রাণী— এ ব্যাপারে আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ পোষণ করি না। শূকর খাওয়া কলস্টেরেল মানব দেহের জন্য কষ্টকর। তাছাড়া শূকর ময়লা-আবর্জনা খেয়ে জীবন ধারণ করে; মানুষের সুস্থ রুচিবোধ যা অপছন্দ করে এবং এমন প্রাণী খেতে ঘৃণাবোধ করে। কারণ যে মজাজ ও স্বভাবের ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করছেন এর সাথে এটি খাপ খায় না।

দুই:

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মানব দেহের উপর শূকর খাওয়ার বিভিন্ন অপকারিতা সাক্ষ্য করছে; যমেন-

- বিভিন্ন প্রাণীর গশতের মধ্যে শূকরকে গশতে সবচেয়ে বেশি চর্বিযুক্ত কলস্টেরেল রয়েছে। মানুষের রক্তে



কোলস্টেরেল এর পরিমাণ বড়ে যাওয়ার সাথে সাথে রক্তনালী ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বড়ে যায়। এছাড়া শূকররে গাশত থাকা 'ফ্যাটি এসডি' অন্য সকল খাদ্যে থাকা ফ্যাটি এসডি থেকে ভিন্নরকম ও ভিন্ন গঠনরে। তাই অন্য য়ে কোন খাদ্যরে তুলনায় মানুষরে শরীর খুব সহজে একে চুষে নেয়। যার ফলে, রক্তে কোলস্টেরেল এর পরিমাণ বড়ে যায়।

- শূকররে গাশত ও চর্বি কলেন ক্যান্সার (বৃহদন্ত্ররে ক্যান্সার), রক্টাল ক্যান্সার (মলদ্বাররে ক্যান্সার), অণ্ডকোষরে ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার ও ব্লাডক্যান্সার এর বস্তার ঘটায়।

- শূকররে গাশত ও চর্বি মদে বাড়ায় এবং মদে সংক্রান্ত রোগে বাড়ায়; য়েগুলোর চিকিৎসা করা অনকে দুর্ূহ।

- শূকররে গাশত খাওয়া চর্মরোগ ও পাকস্থলির ছদির ইত্যাদি রোগরে কারণ।

- শূকররে গাশত খাওয়ার ফলে সৃষ্ট ফতি ক্মি ও ফুসফুসরে ক্মরি কারণে ফুসফুস আলসার ও ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়।

শূকররে গাশত খাওয়ার সবচয়ে কষতকির দকি হলো, শূকররে গাশতযে ফতি ক্মরি শূককীট থাকে; য়াকে বলা হয় টনিয়া সলিয়াম (Taenia solium)। এ ক্মি ২-৩ মটির পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এ ক্মরি ডম্বিগুলো যদি মস্তষিকে বৃদ্ধি পায় তাহলে পরবর্তীতে মানুষ প্যাগলামি ও হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আর যদি হার্টে বৃদ্ধি পায় তাহলে মানুষ উচ্চ রক্তচাপ ও হার্টএটারক্কে আক্রান্ত হতে পারে। শূকররে গাশতযে মধ্যযে আরও য়েসেব ক্মি থাকতে পারে সয়েগুলো হচ্ছ- ট্রচিনিয়াসিস ক্মরি শূককীট; রান্না করলেও এগুলো মরে না। মানুষরে শরীরে এ ক্মি বাড়ার ফলে মানুষ প্যারাইসিস ও চামড়ায় ফুসকুড়িতে আক্রান্ত হতে পারে।

চিকিৎসকগণ জোরালোভাবে বলেন য়ে, ফতিক্মি অত্যন্ত মারাত্মক রোগ; শূকররে গাশত খাওয়ার ফলে য়ে রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মানুষরে কষুদ্রান্ত্ররে মধ্যযেও এ ক্মিগুলো বাড়তে পারে এবং কয়কে মাসরে মধ্যযে পরপূর্ণ ক্মিতে পরিণত হতে পারে। য়ে ক্মরি দহে এক হাজারটি অংশ দয়ি গঠতি। এর দরৈঘ্য ৪-১০ মটির পর্যন্ত হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির দহে এটা এককভাবে বাস করতে পারে। এর ডম্বি মানুষরে মলরে সাথে বয়েয়ে যায়। শূকর যখন এসব ডম্বি গলে ফলে ও হজম করে তখন এটা শূককীটরে থলি আকারে টেস্টি ও পশীতে প্রবশে করে। এ থলিতে এক জাতীয় তরল ও ফতিক্মির মাথা থাকে। যখন কোন লোক এ ধরণরে কোন শূকররে গাশত খায় তখন এ শূককীট মানুষরে পাকস্থলীতে পরপূর্ণ ক্মিতে পরিণত হয়। এ ক্মিগুলো মানুষকে দুর্বল করে দয়ে। ভটিমনি বি-১২ এর ঘটতি ঘটায়। যার ফলে মানুষরে রক্ত শূন্যতা দখো দয়ে। এ ছাড়াও অন্য কচ্ছু স্নায়ুবকি সমস্যা ঘটায়, য়েমন-স্নায়ু প্রদাহ। কোন কোন কষত্রে এ শূককীট মস্তষিকে পৌঁছে খাঁচুনি বা ব্রহেইনরে উচ্চ রক্তচাপ ঘটতে পারে। যার কারণে মাথা ব্যথা, খাঁচুনি, এমনকি প্যারাইসিসও হতে পারে।

ভালভাবে সদিধ না করা-শূকররে গাশত খয়ে মানুষ ট্রচিনিয়াসিস ক্মিতে আক্রান্ত হতে পারে। এ প্যারাসাইটগুলো যখন মানুষরে কষুদ্রান্ত্ররে পৌঁছে তখন ৪-৫ দিনরে মধ্যযে এগুলো অসংখ্য ক্মি হয়ে পরপাকতন্ত্ররে দয়েলে প্রবশে করে।



সখোন থকে রক্তে এবং রক্তরে মাধ্যমে শরীরে অধিকাংশ পশীতে ঢুকু পড়ে। কুম্গিলো শরীরে পশীতে ঢুকু সখোনে থলি তিরৌ করে। যার ফলে রোগী পশীতে তীব্র ব্যথা অনুভব করে। এ রোগ বড়ে গিয়ে এক পর্যায়ে মস্তষ্কিরে আবরণী ও মস্তষ্কিরে প্রদাহ রোগে পরণিত হয়, হার্ট, ফুসফুস, কডিনি ও স্নায়ুর প্রদাহে পরণিত হয়। কছু কছু ক্ষত্রে এ রোগ মৃত্যুও ঘটতে পারে।

এ ছাড়া মানুষেরে এমন কছু রোগ আছে যেরে রোগগুলো প্রাণীদের মধ্যে শুধুমাত্র শূকরেরে মাধ্যমে সংক্রমিত হয়; যমেন- Rheumatology (বাতরোগ) ও জয়নেটরে ব্যথা। আল্লাহ তাআলা ঠকিই বলছেন: “তনি আল্লাহ তও কেবেল তোমাদের উপর হারাম করছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরেরে গেশত এবং যার উপর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যরে নাম উচ্চারিত হয়েছে। তবে, যেরে ব্যক্তিরি আর কোন উপায় ছিল না, (সে সেটও ভক্ষণ করেছে তবে) নাফরমান ও সীমালংঘনকারী হয়ে নয়; তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্షমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা, বাকারা, আয়াত: ১৭৩]

এই হচ্ছ- শূকরেরে গেশত খাওয়ার কছু ক্ষতকির দকি। এ ক্ষতগুলো জানার পর আশা করি আপনি শূকর খাওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দহে করবনে না। আমরা আশা করছি, সত্য ধর্মেরে দকি ফরিে আসার ক্ষত্রে এটা আপনার প্রথম পদক্షপে হবে। সুতরাং আপনি একটু থামুন, একটু অনুসন্ধান করুন, একটু চিন্তা করুন; পরপূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে; সত্যকে জানা ও মানার উদ্দেশ্যে নিয়ে। আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন তনি যনে দুনিয়া ও আখরোতেরে কল্যাণ যাতেরে রয়েছে সেটের সন্ধান আপনাকে দান করনে।

আমরা যদি শূকরেরে গেশত খাওয়ার কোন একটা অপকারতিও জানতে না পারতাম তাহলেও শূকর হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমাদের ঈমানেরে কোন পরিবর্তন হত না এবং সেটও বর্জনেরে ক্ষত্রেও কোন দুর্বলতা আসত না। জনে রাখুন, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নিষিদ্ধ একটা গাছ থেকে খাদ্য খাওয়ার কারণে আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাত থেকে বেরে করে দেয়া হয়েছে। কনিত্তু, আমরা সে গাছ সম্পর্কে কছুই জানি না। কনে নিষিদ্ধ করা হল— আদম আলাইহিস সালাম এর সে কারণ অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। বরং এতটুকু জানাই তার জন্ম যথেষ্ট ছিল যেরে, আল্লাহ এটাকে নিষিদ্ধ করছেন। একইভাবে আমাদের জন্ম এবং প্রত্যকে মুমনিরে জন্ম এতটুকু জানাই যথেষ্ট।

শূকরেরে গেশত খাওয়ার আরও কছু অপকারতি দেখুন “আবহাসুল মু’তারলি আলাম আল-ইসলামি আনতিতবিলি ইসলামি” (আন্তর্জাতকি ইসলামি চকিৎসা সম্মেলন এর গবষণেসমগ্র), কুয়তে থেকে প্রকাশতি, পৃষ্ঠা ৭৩১ ও তৎ পরবর্তী এবং আরও দেখুন, লু’লুআ বনিতে সালাহে লখিতি “আল-ওকাইয়া আস-সহিহিয়া ফি দাওঈল কতিব ওয়াস সুন্নাহ” (কুরআন-হাদসিরে আলোককে স্বাস্থ্য সুরক্ষা), পৃষ্ঠা- ৬৩৫ ও তৎ পরবর্তী।

প্রিয় প্রশ্নকারী, আমরা আপনাকে জিজ্ঞেসে করতে চাই: ‘ওল্ড টেস্টমেন্টে ক শূকর খাওয়া নিষিদ্ধ নয়?’ যেরে কতিবটি আপনাদেরে পবতির গ্রন্থেরেই একটা অংশ। সখোনে আছে “প্রভু যগুলো ঘৃণা করনে সেগুলো তোমরা খেও না। তোমরা এই



সমস্ত পশুদরে খতে পার.....। তোমরা অবশ্যই শূয়োর খাবে না। শূয়োরের পায়ের খুরগুলো ভিক্ত; কিন্তু তারা জাবর কাটে না। সুতরাং খাদ্য হিসেবে শূয়োরও তোমাদের জন্য অপবিত্র। শূয়োরের কোনও মাংস খাবে না। এমনকি শূয়োরের মৃত শরীর স্পর্শ করবে না।”[দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায়-১৪, স্তবক: ৩-৮] অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে লবীয় পুস্তকে, অধ্যায়-১১, স্তবক: ১-৮।

শূকর যে ইহুদীদের জন্য নষিদিখ আমরা এর প্রমাণ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখছি না। যদি আপনার কোন সন্দেহ থাকে তাহলে ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসে করে দেখুন, তারাই আপনাকে জানাবে। তবে, আমরা মনে করছি ‘আপনাদের পবিত্র গ্রন্থে এ ব্যাপারে যা এসেছে সে সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। আপনাদের সে কতিবেরে ‘নডি টেস্টমেন্টে’ কি বলা হয়নি যে, ‘তৌরাতের বিধান আপনাদের জন্যও সাব্যস্ত; পরবিত্তনীয় নয়। সেখানে কি মসীহ বলবেননি যে, “এই কথা মনে করো না, আমি তৌরাত কতিব আর নবীদের কতিব বাতলি করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতলি করতে আসনি; বরং পূরণ করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যই বলছি, আসমান ও জমীন শেষে না হওয়া পর্যন্ত, যতদনি না তৌরাত কতিবেরে সমস্ত কথা সফল হয় ততদনি সেই তৌরাতের এক বিন্দু কি এক মাত্রা মুছে যাবে না।”[মথি, অধ্যায়-৫, স্তবক ১৭-১৮]

এই উক্তি থাকার পর শূকরের বিধান সম্পর্কে ‘নডি টেস্টমেন্টে’ আর কোন প্রমাণ খোঁজার দরকার হয় না। তারপরও আমরা শূকর নাপাক হওয়া সম্পর্কে আপনাকে আরও অকাট্য একটা দলিল দিচ্ছি। “সেখানে পরবতের পাশে একদল শূয়োর চরছিল, আর তারা (অশুচি আত্মারা) যীশুকে অনুনয় করে বলল, ‘আমাদের এই শূয়োরের পালরে মধ্যে ঢুকতে হুকুম দনি।’তিনি তাদের অনুমতি দিলে সেই অশুচি আত্মারা বরে হয়ে শূয়োরদের মধ্যে ঢুকে পড়ল।”[মার্ক, অধ্যায়-০৫; স্তবক ১১-১৩]

শূকর এর নাপাকিও শূকর পালনকারীর নকিষ্টতা সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন মথি ৬৭; পিটারের দ্বিতীয় পত্র-২২; লুক ১৫/১১-১৫]

আপনি হয়তো বলবেন যে, এ বিধান রহিত হয়ে গেছে যমেনটা বলছেন পিটার ও পল?!!

আল্লাহর বাণীকে এভাবে পরবিত্তন করা হব?!! তৌরাতকে রহিত করা হব?!! মসীহ এর বাণীকে রহিত করা হব?!! যে বাণীতে তিনি আপনাদেরকে তাগদি দিয়ে গেছেন যে, এটা আসমান ও জমনি সাব্যস্তেরে ন্যায় সাব্যস্ত। পল বা পিটারের বাণীর মাধ্যমে এ সবগুলো বাণীকে রহিত করা হব?!!

যদি আমরা ধরে নছি যে, পল বা পিটারের কথাই ঠিক; আসলেই শূকর নষিদিখ হওয়ার বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু, ইসলামে শূকর নষিদিখ হওয়ার বিষয়টি আপনারা অস্বীকার করছেন কেন; যতভাবে আপনাদের ধর্মও প্রথমতে নষিদিখ ছিলি?!

তনি:



আপনি বলছেন, “হারামই যদি হয় তাহলে আল্লাহ শূকরকে সৃষ্টি করলেন কেন?” আমরা মনে করি না— এটি আপনার আন্তরিক প্রশ্ন। যদি আন্তরিক প্রশ্ন হয়, তাহলে আমরাও আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি, আল্লাহ অমুক অমুক কষ্টদায়ক বা অপবিত্র জিনিস সৃষ্টি করলেন কেন?! বরং আমরা আপনাকে এ প্রশ্নও করতে পারি, আল্লাহ শয়তানকে সৃষ্টি করলেন কেন?!

সৃষ্টিকর্তার কি এ অধিকার নাই যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যা খুশি তাই নির্দেশে করবেন, যা ইচ্ছা তাই হুকুম করবেন। তাঁর হুকুমের সমালোচনা করার অধিকার কার আছে, তাঁর আদেশে পরিবর্তন করার অধিকার কার আছে?

অনুগত মাখলুকরে কর্তব্য কি এটা নয় যে, মালিকি যখনই আদেশে করবেন তখনই সবে বলবে: শুনলাম এবং মানলাম?

(হতে পারে শূকর খেতে আপনার কাছে মজা লাগে, আপনি শূকর পছন্দ করেন, আপনার চারপাশে লোকজন শূকরকে খুব উপভোগ করে। কিন্তু জান্নাতের জন্য আপনার পছন্দকে কিছু বিষয়কে উৎসর্গ করা কি কর্তব্য নয়?)